দৈনিক ইত্তেফাক

3

তারিখ ... ...JAN 24 2000..
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২ ......

বাজারে বিনামূল্যের বই বেচাকেনা

ফুটপাতে 'বিনামূল্যে'র বই কেনার ভিড় —মীর মহিউদ্দিন সোহান

রেজানুর রহমান ॥ নূতন শিক্ষাবর্ষের প্রথম মাস অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে। অথচ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এখনও পাঠ্য পুস্তক পৌঁছায় নাই। বোর্ডের প্রাথমিক শাখার বিনামূল্যের বই ফুটপাত ও লাইব্রেরীতে প্রকাশ্যে বিক্রয় হইতেছে। মাধ্যমিক স্তরের বই সংশোধন করিয়া প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলেও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় নাই। ৯ম ও দশম শ্রেণী ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে ভুলে ভরা পুরানো বইই বিক্রয় হইতেছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) নগরীর বাংলা বাজার, কলাবাগানসহ বিভিন্ন এলাকার বই বিক্রির দোকান ও লাইব্রেরী ঘুরিয়া দেখা গিয়াছে চিন্তাক্লিষ্ট অভিভাবকেরা বাধ্য হইয়া চড়াদামে বিনামূল্যের বই কিনিতেছেন। বাংলা বাজারের ফুটপাতে বিনামূল্যের বইয়ের মেলা বসিয়াছে। ফুটপাত দিয়া

(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

বিনামূল্যের বই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাঁটিলেই হাক শোনা যায়– বই লাগিবে বই। '৯৬, '৯৭ সালে প্রকাশিত বিনামূল্যের বই অর্থ দিলেই পাওয়া যায়। দেখিলে মনে হইবে সদ্য প্রকাশিত নূতন বই। বইয়ের মলাট বা পাতায় যেহেতু দাম লেখা নাই, সেইহেতু দামেরও কোন সীমা-পরিসীমা নাই। যে যেমন পারে তেমনই অর্থ আদায় করিয়া নিতেছে। গতকাল এই রিপোর্টার বাংলা বাজারের বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়া অভিভাবকদের ছুটাছুটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সদরঘাটের ওভারব্রীজের পাশেই দেওয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়াছে পুরানো বইয়ের দোকান। প্রথম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বই আছে এইসব দোকানে। নূতন, পুরাতন, মলাট ছেঁড়া, মলাট বাঁধাই করা, নিউজ প্রিন্ট, হোয়াইট প্রিন্ট-সব ধরনেরই বই এইসব দোকানে পাওয়া যাইতেছে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রাথমিক শাখার বিভিন্ন শ্রেণীর বই বিক্রয়ের ব্যাপারেই দোকানদারদের আগ্রহ বেশী। দোকানদাররা পথচারীর চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারে কাহারা বই কিনিবে। শুরু হয় হাঁক-ডাক। গতকাল অভিভাবক সাজিয়া বই কেনার সময় এই রিপোর্টার দেখিতে পান বইয়ের মলাটে দাম না থাকায় যে যেমনভাবে পারে দাম হাঁকিতেছেন। বই কিনিতে চাহিলে প্রথমেই পুরা সেট কেনার ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া শুরু হয়। সেট না কিনিয়া একটি অথবা দুইটি বই কিনিতে চাহিলেই শুরু হয় উচ্চহারে দাম হাঁকার প্রতিযোগিতা। পঞ্চম শ্রেণীর এক সেট নূতন বইয়ের দাম হাঁকা হইল ১৭৫ টাকা। শুধু 'অংক' বই কেনার আগ্রহ প্রকাশ করামাত্রই একটি বইয়ের দাম হাকা হইল ৪০ টাকা। দোকানদার প্রস্তাব দিল নোটসহ বই কিনিলে আরও কম টাকায় দেওয়া যাইবে। আপনারা এইসব বই কোথায় পাইয়াছেন? দোকানদারদের অনেকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ফেরিওয়ালার নিকট হইতে কিনিয়াছি। কিন্তু খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, এই কথার সত্যতা নাই। একটি সূত্রের মতে, বাজারে এখন যেসব 'বিনামূল্যের' বই বিক্রয় হইতেছে সেইসব বই '৯৭ ও '৯৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিয়ম করা হইয়াছে প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীরা অর্ধেক নূতন অর্ধেক পুরাতন বই পাইবে। বিনামূল্যের বইয়ের কাগজের অবস্থা এমন যে, একবার ব্যবহার করার পর, পরবর্তীতে আর ব্যবহার করার উপযোগী থাকে না। নূতন ও পুরাতন বই মিলাইয়া ক্লাসের বই পাওয়ার পর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সব কয়টি নতুন বইয়ের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। ফলে অভিভাবকদের নতুন বইয়ের সন্ধানে ছুটিতে হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগাইবার জন্য একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক-কর্মচারী, কর্মকর্তা, প্রকাশক নূতন বই মজুদ করিয়া রাখেন। গতকাল বাংলা বাজারের ফুটপাতের একটি দোকানে তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি– সমাজ বইটি কিনিয়া দেখা গেল ইহার প্রথম পাতায় ডেমরা থানা শিক্ষা অফিসের গোল সীল রহিয়াছে। অব্যবহৃত এই বইটিতে লেখা রহিয়াছে বই বিতরণ– '৯৭, ধারে প্রদত্ত, ফেরত দিতে হবে। বইটি কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে? দোকানদারকে এই প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। বিনা মূল্যের প্রতিটি বইয়ে বিভিন্ন থানা শিক্ষা অফিসের গোল সীল রহিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, দেশের বিভিন্ন থানা শিক্ষা অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-কর্মকর্তার দুর্নীতির কারণে বিনামূল্যের বই বাজারে বিক্রয় হইতেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর একটি সূত্র জানায়, প্রায় প্রতি বছর বিনামূল্যের বই বিতরণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হয়।